RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA

(Residential Autonomous College affiliated to University of Calcutta)

B.A./B.Sc. SECOND SEMESTER EXAMINATION, MAY 2019

FIRST YEAR [BATCH 2018-21]

Date : 10/05/2019 **BENGALI (Language)**

Time : 3 pm – 4 pm **Paper : II** Full Marks : 25

১। ''আমাদের দেশের প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা — সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল — ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায় — লক্ষণ।

ক) লোকহিত বলতে কী বোঝায়? (৩)

খ) চলিত ভাষা বলতে কী বোঝায়? (৩)

গ) 'ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়- লক্ষণ।' — প্রাবন্ধিকের এই বক্তব্যের সঙ্গে তুমি কি একমত ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। (৮)

ঘ) 'গদাই—লস্করি চাল'— কথাটির অর্থ লেখো। (১)

অথবা

''আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রুপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে-না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশে লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা ''স্ত্রীশিক্ষা'' শব্দ শুনিলেই ''শিক্ষার কুফলের'' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়ে শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ ''শিক্ষার'' ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে ''স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার''।

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, ''ভরসা কেবল পতিতপাবন'', কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that helps themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

ক) জ্ঞান-কে আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? (২)

খ) 'আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে'। তুমি কি অধিকাংশ লোকের সঙ্গে একমত পোষণ করো? তোমার সুচিন্তিত বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করো। (৮)

গ) 'কুসংস্কার' বলতে কী বোঝায়? (৩)

ঘ) 'God helps those that helps themselves'— বাক্যটির তাৎপর্য প্রবন্ধানুসারে বুঝিয়ে দাও। (২)

২। হাওড়া জেলার বেলুড় মঠ-এ উদ্‌যাপিত 'শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা' উৎসব বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

অথবা (১০)

নীচের প্রতিবেদনটির পুনর্নির্মাণ করো।

জতুগৃহ হয়ে উঠল ক্যাথিড্রাল

১১৬০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল 'দ্য ফরেস্ট' ক্যাথিড্রালটির নির্মাণের কাজ;সম্পূর্ন হয় ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে। গির্জাটি আগুনে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাত্র ৬৩ মিনিটের আগুনে ভেঙে পড়ল 'দ্য ফরেস্ট'-এর প্রধান মিনারটির চূড়া। ১৫ই এপ্রিল প্যারিসের স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট নাগাদ গির্জায় আগুন লাগে। উপরের অংশ কাঠ দিয়ে তৈরি হওয়ায় দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘন্টা চারেকের চেষ্টায় প্রায় ৫০০ জন দমকলকর্মী সেই আগুন আয়ত্তে আনেন। এই ক্যাথিড্রালটির ৩০০ ফুট উঁচু প্রধান মিনারটি দেখা যেত বহুদূর থেকে। অগ্নিকান্ডের পর সেটি অদৃশ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইফেল টাওয়ার তৈরি হওয়ায় আগে পর্যন্ত এটি ছিল সবচেয়ে উচুঁ স্থাপত্য। তবে আশার কথা ঐতিহ্যবাহী যিশুখ্রিস্টের 'ক্রাউন অব্ থর্নস্' (কাঁটার মুকুট), ১৩ টন ওজনের ইমানুয়েল ঘন্টা ও বেশ কিছু দুর্মূল্য সামগ্রী রক্ষা পেয়েছে আগুনের কবল থেকে। এই ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ শোক প্রকাশ করে বলেন 'আমাদের প্রিয় নগরীর মুণ্ডচ্ছেদ করেছে কেউ।' তিনি গির্জাটির পুনর্নির্মাণের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কীভাবে ক্যাথিড্রালটিতে আগুন লাগল? সেই কারণ অনুসন্ধান চলছে।

———— × ————